তামাকজাত দ্রব্যের সুর্নিদিষ্ট কর কাঠামোর দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন

করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করার দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে এই অনলাইন মানববন্ধন শুরু হয়। সারাদেশের শতাধিক তামাক নিয়ন্ত্রণে র্কাযরত সংগঠন ও সাধারণ মানুষ এই মানববন্ধনে ‘তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবী’ জানান।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)’র ও এইড ফাউন্ডেশন উদ্দ্যোগে এবং দ্যা ইউনিয়নের সহযোগীতায় এই অনলাইন মানববন্ধনে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, সিয়াম, সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মৌমাছি, সাফ, কেএনকেএস, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পাস), সুরঙ্গন সাংস্কৃতিক একাডেমি, গাংনী থিয়েটারসহ সারাদেশ থেকে বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহন করেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এই প্রথম অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহনকারীরা একটি সময়োপযোগী তামাক-কর ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের জন্য “কোভিড-১৯ এর আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই” “তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর, জীবন বাচাঁবে বাড়াবে রাজস্ব”- “জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই”- এসকল শ্লোগান লেখা লিফলেট হাতে নিয়ে নিজ অবস্থান থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবী পোস্ট করেন।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সারাদেশের সকল কাজের স্থবিরতার মধ্যেও আগামী অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে এই অনলাইন মানববন্ধন।

এনবিআর প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থে তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের কথা বলা হয়েছে।

তামাক জাত দ্রব্যের ওপর সুনিদিষ্ট কর আরোপ হলে প্রায় ২০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ত্যাগে উৎসাহিত হবে। সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ চলতি অর্থবছরে চেয়ে ৪ হাজার ১০০ কোটি থেকে ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বেশি রাজস্ব আয় হবে। যার হার বিড়ি ও সিগারেট থেকে প্রাপ্ত বর্তমান রাজস্বের চেয়ে অন্তত ১৪% বেশি।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর দাবী করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করা হোক। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), এইড ফাউন্ডেশনসহ তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের শতাধিক নেতৃবৃন্দ এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

গাংনীতে ইয়ূথদের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

বিশ্ব যখন কোন এক নিরবচ্ছিন্ন ভয়ালযুদ্ধের ঘাতক করোনা নামক প্রাণঘাতী ভাইরাসের ভয়াল থাবায় মহামারী রুপে জরাগ্রস্থ। তখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এর প্রকোপ কিঞ্চিৎ কম হলেও কম হয়নি গৃহবন্দী, কর্মহীন, গরীব, দুঃখি, অসহায় মানুষের খাদ্যের অভাব।

এই সময় ইয়ূথদের উদ্যোগ ও বিত্তশালী মানুষদের আর্থিক সহযোগিতায় ২৫০ টি পরিবারের মধ্যে রাতের আধারে বাড়ি বাড়ি যেয়ে ত্রাণ বিতরণ করেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন বলেন, কোন পারমানবিক মারণাস্ত্র নয়, হানাহানি নয়, খুনোখুনি নয় তবুও যেন সারা বিশ্ব আজ থমকে গেছে হার মেনেছে কোন এক কালজয়ী ভয়ংকর নিরব যুদ্ধের কাছে। যেখানে না আছে কোন বিনিময়, না আছে কোন আঁতাত, না আছে কোন ঘুষ আর না আছে কোন প্রতিষেধক।

সেখানে ইয়ূথ লিডার দের এমন মহান উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসানীয়।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ইয়ূথের সমন্বয়কারী জানান, বিশ্বব্যাপি খাদ্যের অভাব চরম পর্যায়ে পৌছেছে। বিশেষ করে যারা গৃহবন্দী, কর্মহীন, দিন এনে দিন খায়, দিন মজুর, অসহায়, গরীব, দুঃখী আর ক্ষুদ্র ব্যবসা করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের অবস্থা খুবই ক্ষীণ। যার ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাতেই অনেক মানুষ না খেয়ে খুব কষ্টের মধ্যে সংকটাপন্ন দিন যাপন করছে। এমন সময় সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আজিবার রহমান জানান, জাতীয় এই ক্রান্তিলগ্নে থেমে নেই সাহারবাটি ইউনিয়নের এক ঝাঁক নিরন্তর সংগ্রামী স্বেচ্ছাসেবক।

এমন প্রতিকূলতায় অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে বদ্ধ পরিকর সাহারবাটি ইউনিয়নের একদল স্বেচ্ছাসেবক। যারা নিজ নিজ গ্রামের বিত্তবানদের কাছ হতে চাঁদা, চাল, ডাল, পেয়াজ, আলু ইত্যাদি পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করছে।

তবে দৃঢ় মনোবল, স্বদিচ্ছা আর অদম্য স্পৃহা থাকলে জটিল ও কঠিন মূহুর্তগুলো পাড়ি দেওয়া সম্ভব। আর সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন সাহারবাটি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ।

এই কাজটা চলমান রাখতে বদ্ধ পরিকর ইয়ুথ সদস্যরা।

গাংনীতে ইয়ূথদের উদ্দ্যেগে রাস্তা মেরামত

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর গ্রামে ইয়ূথ লিডারদের উদ্যোগে গ্রামের বিত্তশালী মানুষের কাছে থেকে টাকা উত্তোলন করে কাদাযুক্ত রাস্তায় বালি ফেলে রাস্তা মেরামত করা হয়।

এ কাজের সাথে আরো সহযোগিতায় ছিলেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গ্রামউন্নয়ন দলের সদস্য বৃন্দরা।

এ বিষয়ে গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি ফজলুল হক জানান, দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ইয়ূথ লিডারদের এমন চিন্তাধারা অবশ্যই প্রশংসানীয়। সেই গ্রাম উন্নয়ন টিমের সদস্যদের ধন্যবাদ তারাও ইয়থদের সাথে একাত্তাপোষন করে এমন মহান উদ্দ্যেগ গ্রহন করার জন্য।

এ বিষয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী বাশারুল ইসলাম জানান, ইয়ূথ এবং গ্রাম উন্নয়নের সদস্যরা কয়েক দিন ধরেই মানুষের দারে দারে গিয়ে টাকা উত্তোলন করে কাদাযুক্ত রাস্তায় বালি ফেলে যাতাযাত উপযোগী করে তুলেছে। তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আমরা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিবার।

ইয়ূথ এর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মামুন মিয়া নাছিম আলী আসমত, শাহারুল ইসলাম প্রমুখ।

হুমকি-ধামকি দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ক ইউনিটের সভাপতি আলী আজগরের বিরুদ্ধে এলাকার নিম্নবিত্ত মানুষদের টার্গেট করে বিভিন্ন কায়দায় অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়াও তার তৈরি স্বঘোষিত গ্যাংয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। আজগরের গ্যাং সদস্য হিসেবে কাজ করছে এলাকার বেশ কিছু বখাটে যুবক। এলাকার নিম্নবিত্ত পরিবারকে টার্গেট করে বিভিন্ন ফাঁদে ফেলে সালিশের নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া এই গ্রুপের কাজ।

স্থানীয়দের মধ্যে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমন কিছু ভুক্তভোগী ব্যক্তি জানান, বিভিন্ন কায়দায় ফাঁদে ফেলে আমাদের নামে সালিশ বসিয়ে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বাদি বিবাদি কেউই সেই টাকার কোন অংশ পাইনি। পুরোটাই আজগর ও তার গ্রুপের সদস্যরা ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে।

ভাটপাড়া গ্রামের নরুল ইসলাম এর নাতী ছেলে রাজিবুল ইসলামকে বিদেশ

অভিযোগ করিনি। অভিযোগ পেলে আমরা তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবো।

গাংনীতে ১০ পরিবারকে ঢেউটিন ও অর্থ সহায়তা

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ১০ পরিবারের মাঝে ঢেউটিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত থেকে এ ঢেউটিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস জানান, বিভিন্ন সময়ে যেসব দুঃস্থরা অগ্নীকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং কালবৈশাখীতে ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হয় সেই সব পরিারকে ঢেউটিন ও অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গাংনীতে সরকারি জমির মাটি কেটে বিক্রি

গাংনী উপজেলার হিন্দা ব্রীজ সংলগ্ন সরকারি জমির মাটি কেটে বিক্রি করছে স্থানীয় যুবক স্বপন ও তরিকুল। মাটি কেটে বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করায় পাকা রাস্তায় মাটি পড়ে মানুষ সহ বিভিন্ন যান চলাচল বিগ্নীত হচ্ছে। একটু বৃষ্টি হলেই ঘটছে দুর্ঘটনা। মাটি খাদক স্বপন ও তরিকুলের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবী স্থানীয়দের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, হিজলবাড়িয়া গ্রামের তহিরুদ্দিনের ছেলে

তরিকুল ইসলাম ও শওকত আলীর ছেলে সপন স্কেবিটর মেশিন দিয়ে হিন্দা ও হিজলবাড়িয়া ব্রীজে কাজলা নদী থেকে মাটি কেটে স্থানীয় ভাটাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছেন। ট্রাক ভর্তি মাটি বহন করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়ায় রাস্তায় মাটি পড়ে ঘটছে দুর্ঘটনা।

সেই সাথে সরকারি কাজলা নদীর বুক থেকে মাটি কাটায় গভির গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রশাসনের দৃষ্টি এড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় স্বপন ও তরিকুল মাটি কেটে বিক্রি করছে। তাদের বিরুদ্ধে বলার কেই নেই। মাটি খাদক স্বপন ও তরিকুলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

তরিকুল ও স্বপন জানায়, আমাদের কাছে মাটি কাটার মৌখিক অনুমোতি রয়েছে তাই মাটি কাটতে কোন বাধা নেই।

গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা ইয়ানুর রহমান জানান,বিষয়টি তিনি শুনেছেন প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীর মাইলমারী গ্রামে কৃষকের ধান কেটে দিলো ছাত্রলীগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের মাইলমারী গ্রামের আলিম নামের এক কৃষকের ৫ বিঘা ধান কেটে দিলো ছাত্রলীগ কর্মিরা।

সোমবার মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মুন্তাছির জামান মৃদুলের নেতৃত্বে এ ধান কাটা কার্যক্রম শূরু হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক মানব উন্নয়ন বিচার সম্পাদক নাহিদ উজ্জামান জানান মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের এমন কর্ম অবশ্যই প্রশংসানীয় সেই সাথে আমি আহ্বান জানাবো চাত্রলীগের মত করে যেন সকলেই এমন অসহায় কৃষকের পাশে দাড়ান।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মুন্তাছির জামান মৃদুল জানান, জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গিকার বাস্তবায়ন করতে ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলিগের সাবেক মানব উন্নয়ন বিচার সম্পাদক নাহিদ

উজ্জামান নাহিদের নির্দেশনায় আজকের মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ, উপজেলা ছাত্র লীগ,কলেজ শাখা ছাত্রলীগ,পৌর ছাত্রলীগের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের এই ধান কাটা কার্যক্রম শুরু করেছি।নভেল করোনা ভাইরাসের কারনে যে সকল হত দরিদ্র পরিবার তাদের ধান কাটতে পারছেনা তারা জেলাছাত্র লীগ কে জানালে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো ধান কেটে দেওয়ার।

গাংনী উপজেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু জানান, আজ থেকে আমাদের দরিদ্র কৃষকের ধান কেটে দেওয়ার কার্যক্রম শুরু যা চলতেই থাকবে। জেলাছাত্রলীগের নির্দেশনায় উপজেলা ছাত্র লীগ এমন মহৎ কাজে সবসময় প্রস্তুত। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ ডালিম রানা,গাংনী উপজেলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের হোসেন উজ্জ্বল সহ সকল ছাত্রলীগ কর্মি। হতদরিদ্র কৃষক আলিমের সাথে কথা বলা হলে তিনি জানান ছাত্রলীগের ভাইদের এমন উপকার পেয়ে তিনি অনেক খুশি। এবং এভাবেই যেন সবাই সবার পাশে দাড়ায় বলে জানান।

গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড; ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের দুই বারের নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেন ২৬ বছর ধরে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকলেও নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করেন না। এমনকি বাড়ির ছাড়া তো দুরের কথা সংস্কার করতেও দেন না বাড়ির মালিককে।

গাংনী পৌরসভা থেকে কয়েক দফা বাড়িটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হলেও তিনি বাড়ি ছাড়েননি। বাড়িটি সংস্কারের ব্যবস্থাও নেননি। বাড়ি ছাড়া নিয়ে মালিকের সাথে দফায় দফায় গন্ডগোল, ঝামেলা হলেও তিনি ক্ষমতাবলে বাড়িটি অন্যায় করে দখল করে রেখেছেন।

প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় বাড়ির মালিক সাবেক এ এমপি’র নির্যাতন নিরবে সহ্য করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। নিরবে চোখের পানি ফেলে যাচ্ছেন। কিন্তু কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না। খুব দ্রুত বাড়িটি মকবুল হোসেনের কাছে থেকে ছাড়িয়ে নিতে চান বাড়ির মালিক জিনারুল ইসলাম। কিন্তু এলাকাবাসীর প্রশ্ন বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবেন কে?

বাড়ির মালিক জিনারুল ইসলাম অভিযোগ করে মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, ১৯৯৪ সাল থেকে সাবেক এমপি মকবুল হোসেন মৌখিক ভাবে গাংনী শহরের উত্তরপাড়ায় দ্বিতল বিশিষ্ট তার বাড়িটি ভাড়া নেন। ভাড়া নেওয়ার পর থেকে নিয়মিত ভাড়া দেননা। মনকি মাঝে মধ্যে বাড়িটি সংস্কার করতে চাইলেও তিনি তা করতে দেননি। ক্ষমতাশালী হওয়ায় বাড়িটি ছাড়িয়েও নিতে পারছি না। বাড়িটি দ্রুত সংস্কার করার প্রয়োজন।

সংস্কার না করলে যে কোন দুর্যোগে ভেঙে পড়ার আশংকা রয়েছে। অনেক বার বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও তিনি কান দেননি। এমনকি তার পোষা সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে নানা ভাবে হুমকি দিয়ে থাকেন।

মালিক জিনারুল ইসলাম আরো বলেন, বাড়ি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য একজন উকিলের সাথে কথা বলেছি। তিনি বলেছিলেন, ক্ষমতাবান মানুষের সাথে পারবেন না বলে তিনি মামলা করতে রাজি হননি।

যে কোন অবস্থায় বাড়িটি সাবেক এমপি মকবুল হোসেনর কাছে থেকে তারা মুক্ত করতে চান। তিনি আশংকা করছেন কোটি টাকার সম্পত্তিটি তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় কিনা। মাস ছয়েক আগে সাবেক মেয়র আহমেদ আলী ও বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামকে নিয়েও একটি সালিশ বসে। তখনও তিনি বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন, কিন্তু ছাড়েননি।

এ ব্যপারে বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম জানান, বাড়িটি নিয়ে মিমাংসা হয়েছিল। বাড়িটি ছেড়ে দেবেন বলে সাবেক এমপি সাহেব কথাও দিয়েছেন। কিন্তু কবে ছাড়বেন জানেন না।

স্থানীয় কাউন্সিলর নবির উদ্দিন বলেন, দির্ঘদিন ধরে সাবেক এমপি মকবুল সাহেবের সাথে বাড়ির মালিক জিনারুলের সাথে বাড়ি ছাড়া নিয়ে গন্ডগোল হয়। তবুও তিনি বাড়ি ছাড়েন না।

গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, আগের মেয়র থাকতেই মকবুল সাহেবের বাড়িটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করে নোটিশ দিয়েছেন। সেই নোটিশের আলোকে আমরা কয়েক দফা চিঠি পাঠিয়েছি তবুও তিনি সংস্কার

করার জন্যও বাড়িটি ছাড়েননি। বাড়িটি অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যে কোন সময় বাড়িটি ভেঙে প্রাণহানী ঘটতে পারে। তবুও তিনি অন্যায় করে বাড়িটি দখলে রেখেছেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন জানান, বহু পুরাতন ঝামেলা এটি। এই বাড়ি নিয়ে বহুবার ঝামেলা হয়েছে। তবুও সাবেক এমপি সাহেব বাড়িটি ছাড়েন না।

এ ব্যাপারে সাবেক এমপি ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেনের সাথে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, নামায পড়ছি পড়ে ফোন দেন। কিন্তু পরে ফোন দিলে তিনি আর ফোন রিসিভ করেননি।

সংবাদ প্রকাশের পর সহযোগিতা পেলেন সেই প্রতিবন্ধী পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৮নং ধানখোলা ইউপির ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্ধা বিধবা মেহেনিগার প্রতিবন্ধী পরিবার সহযোগিতা পেলেন গত-৯-০৫-২০তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিনে (আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তারে নিত্য সঙ্গী) শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়া পর।

ঐ দিন জাতীয় গোয়েন্ডা সংস্থা মেহেরপুর অফিস থেকে নগদ অর্থ প্রদান করেন।

আজ রবিবার গাংনীর বন্ধন গ্রপের সদস্যদের পক্ষে থেকে বিভিন্ন খাবার সামগ্রী প্রদানের করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, আরিফুল ইসলাম(সোবান), শাহাজানান আলী, ব্বাপী, প্লাবন প্রমুখ।

গাংনীর বন্ধন গ্রপের পরিচালক আব্দুর সামাদ (সোহাগ) জানান, আগামীতে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মেহেনিগার প্রতিবন্ধী পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।

গাংনীতে অসহায় পরিবারের পাশে জেলা যুবলীগ

মানবতার সহায়তা নিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন খাদ্য ও নগদ অর্থ নিয়ে ছুটে যান জেলা গাংনী উপজেলার ভবানিপুর গ্রামের এক অসহায় প্রতিবন্ধীর বাড়ি। ঐ বাড়িতে ৪ কন্যা রয়েছে সকলেই প্রতিবন্ধী। বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশ হয় তাদের অসহায়ত্বের কথা।

খবরটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নজরে আসলে সেখান থেকে কেন্দ্রীয় যুবলীগকে নির্দেশ দেন তিনি। কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশক্রমে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন শনিবার দুপুরে খাদ্য সহয়তা নিয়ে পৌছে যান সেই অসহায়ের মানুষের পাশে।
“গাংনীর প্রতিবন্ধী চার কন্যা নিয়ে অসহায় মা। আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তার নত সঙ্গী” শীরোনামে একটি খবর মেহেরপুর প্রতিদিন ও বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মূলোত এই খবরটি সককেলর দৃষ্টি গোচর হয় বলে জানান জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

অসহায় পরিবারটিকে ৫০ কেজি চাউল, ৫ কেজি করে ডাউল, আলু, পেয়াজ, সয়াবিন তেল, মুরগীর মাংস ছাড়াও সেমাই, সুজি চিনি ছাড়াও নগদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

এসময় মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, এই পরিবারের জন্য আপাতত এক মাসের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হলো যাতে এই করোনা পরিস্থিতিতে তাকে না খেয়ে থাকতে হয়। তিনি আরও বলেন এটা আমাদের প্রাণ প্রিয় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ। করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন মানুষ যেন কোন ভাবেই না খেয়ে না থাকে।

তিনি ঐ পরিবারকে সুন্দরভাবে যাতে থাকতে পারে সেজন্য একটি বাসযোগ্য বাড়ি করে দিবেন বলে আশ্বাস দেন।

পরে সকলের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া কামনা করেন

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।